

২. আসলে সত্য হলো, এ কিতাব আপনার ও আপনার কওমের জন্য বিরাট মর্যাদার বিষয় এবং এ জন্য তোমাদেরকে শিগগিরই জবাবদিহি করতে হবে। (সূরা যুখরুফ-৪৩: ৪৪)

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۖ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

৩. এদেরকে আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে। এরপর তাদের হিসাব নেয়া আমারই দায়িত্ব। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮: ২৫-২৬)

ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

৪. তারপর সেদিন (দুনিয়ার সব) নিয়ামত সম্বন্ধে অবশ্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সূরা তাকাসুর-১০২: ৮) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন-সূরা আরাফ- ৬, সূরা নাহল-৯৩, সূরা হজুরাত-১০, ১২

## তাকওয়া

### • আল কুরআন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ •

১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহকে তেমনি ভয় কর, যেমন ভয় করা উচিত। আর মুসলিম অবস্থায় ছাড়া যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়। (সূরা আলে ইমরান- ০৩: ১০২)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ •

২. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল! প্রত্যেকের খেয়াল রাখা উচিত যে, সে আগামী দিনের জন্য কী ব্যবস্থা করেছে। আল্লাহকে আরো ভয় করে চল। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের সব আমলের খবর রাখেন। (সূরা হাশর-৫৯: ১৮)

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ •

৩. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন, যারা তাকওয়ার জীবনযাপন করে এবং যারা ইহসানের সাথে আমল করে। (সূরা নাহল-১৬: ১২৮)

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। (সূরা আল হুজুরাত ৪৯:১৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝

৫. হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদী লোকদের সঙ্গী হও। (সূরা আত তাওবা ৯:১১৯) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন, সূরা বাকারা-১২৩, ১৮৯, ১৯৭, সূরা আলে ইমরান-২০০, সূরা নিসা-১, ৭৭, সূরা মায়দা-২, ৪, ৭, সূরা আনয়াম-১৫৫, সূরা তাওবা-১১৯, সূরা ম'মিনুন-৫২, সূরা নূর-৫২, সূরা শূরা-১১০, সূরা আহযাব-১, ৭০, সূরা হুজুরাত-১, ১৩, সূরা হাদীদ-২৮, সূরা মোজাদালাহ-৯, সূরা হাশর-৭, সূরা তাগাবুন-১৬, সূরা তালাক-২, ৪, ৫, সূরা মুলক-১২

## • হাদিস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنِّي لَأَمْلَأُكَ مِنَ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا. (السِّلْسِلَةُ الصَّحِيحَةُ لِلْأَلْبَانِيِّ)

১. হযরত আয়েশা <sup>রুহিয়াতুল্লাহু তা'আলা আনহা</sup> থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ <sup>সাদাতুল্লাহু আলাইহি সলাম</sup> তাকে বলেছেন, হে আয়েশা ছোট-খাট গুনাহর ব্যাপারেও সতর্ক হও, কেননা এর জন্যও আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হবে। (সিলসিলাতুস সহীহা লিল আলবানী, ২৭৩১)

عَنْ عَطِيَّةِ السَّعْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ. (تَرْمِذِي: بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَوَانِي الْحَوْضِ)

২. হযরত আতিয়া আসআ'দী <sup>রুহিয়াতুল্লাহু তা'আলা আনহা</sup> থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ <sup>সাদাতুল্লাহু আলাইহি সলাম</sup> বলেছেন, কোন বান্দাহ ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকি হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে গুনাহের আশঙ্কায় গুনাহ নেই এমন কাজও ছেড়ে দেবে। (তিরমিযী : বাবু মা জা আ ফি সিফাতি আওয়ানিল হাউদ, ২৩৭৫)